লক্ষ্মীপুরের ‘অঘোষিত এসপি’র দাপট: কৃষক-জেলে দিশাহারা

সংগৃহীত ছবি

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে হোসেন ওরফে ‘সমস্যা’ নামে পরিচিত এক ব্যক্তিকে ঘিরে জনমনে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী কর্মকর্তার ছত্রছায়ায় তিনি জমি দখল, উচ্ছেদ, হামলা ও মিথ্যা মামলার মাধ্যমে কৃষক, জেলে ও শিক্ষকদের নিপীড়ন করে আসছেন। স্থানীয়রা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এক ব্যক্তির ‘অঘোষিত রাজত্ব’। হোসেন ওরফে ‘সমস্যা’ নামে পরিচিত এই ব্যক্তি প্রশাসনের ছত্রছায়ায় হয়ে উঠেছেন বেপরোয়া। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি জমি দখল, বাড়ি উচ্ছেদ, লুটপাট, হামলা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছেন।

স্থানীয়দের দাবি, তৎকালীন নোয়াখালী পিবিআইয়ের এসপি এবং বর্তমান পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান মুন্সির বাসায় তার মেয়েদের গৃহপরিচারিকা হিসেবে পাঠিয়ে হোসেন বিশেষ প্রভাব অর্জন করেন। এরপর থেকেই তিনি এলাকায় হয়ে ওঠেন ‘অঘোষিত এসপি’।

LENS ASIA

গত রোববার রাতে পুলিশ হোসেনকে লক্ষ্মীপুর শহর থেকে গ্রেপ্তার করে এবং সোমবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলেও তিনি এতদিন প্রকাশ্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক বেলাল জানান, জমি কেনার জন্য লাখ লাখ টাকা দেওয়ার পরও জমি না পেয়ে উল্টো মিথ্যা মামলায় জেল খাটতে হয়েছে তাকে। বৃদ্ধ আবদুল মোমিন অভিযোগ করেন, আশ্রয় দেওয়ার পর হোসেন তার বাড়ি বিক্রি করে দেন। রহিমা বেগম বলেন, তাকে উচ্ছেদ করে তার ঘরবাড়ি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শফিক খোনার দাবি, তাকে অপহরণ করে নির্যাতন শেষে সাদা কাগজে সই আদায় করা হয়।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি চরকাদিরা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হারুন বলেন, হোসেন শত শত মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে এবং নোয়াখালীর তৎকালীন এসপি মিজানুর রহমান তার হয়ে রিপোর্ট দিতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কমলনগর থানার ওসি মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারে কাজ করছে।

অন্যদিকে, বর্তমান পঞ্চগড়ের এসপি মিজানুর রহমান বলেন, “অভিযোগ থাকলে তদন্ত করবে প্রশাসন।” তবে হোসেনের মেয়েরা তার বাসায় কাজ করছেন কি না বা এ ঘটনায় তার সম্পৃক্ততার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।